সংবাদ
সংবাদ

27 JAN 2013

সরকারের কাজ বৈষম্যহীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা

মমতাজ লতিফ

আমাদের সংবিধান সব নাগরিকের জন্য একটি বৈষম্যহীন অভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করেছে যা অবশ্যই সরকারের দ্বারা বাস্তবায়িত হতে হবে। সুতরাং সরকার জাতিকে একটি অভিন্ন, বৈষম্যহীন শিক্ষার সুযোগ প্রদান করবে যা ন্যূনতম মানসম্পন্ন হবে- এটাই ছিল কাঙ্ক্ষিত। স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে একটি অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক কারণে শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার অবয়বে একটি ধারা তখনকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠেছিল যা মাদ্রাসা শিক্ষা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুন সংবিধান অনুসরণে মাদ্রাসা, সরকারি, বেসরকারি বিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজ, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল- সব মিলেমিশে একটি অভিন্ন, বাংলা মাধ্যমে পরিচালিত কিন্তু আধুনিক যুগের জন্য উপযোগী গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে একীভূত হবে- এটাই ছিল প্রত্যাশিত যা যত দিন যাচ্ছে ততই নীতি-নির্ধারকদের মগজ থেকে দূরীভূত হয়েছে এবং সরকারের যে কর্তাব্যক্তির ইচ্ছা যত শক্তিশালী হয়েছে, সে ব্যক্তির ইচ্ছাতেই শিক্ষাব্যবস্থার বারবার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। স্মর্তব্য, এভাবে ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি পড়ানো শুরু করা, কৃষি শিক্ষা মাধ্যমিকে অন্তর্ভুক্ত করা বা ছাগল পালন অন্তর্ভুক্ত করা অথবা বর্তমানে কতগুলো ইংরেজি মাধ্যম সরকারি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা সূচনা।

শিক্ষা নিয়ে যারা ভাবনা-চিন্তা করেন, তারা শিশুদের চাইতে শুরুতেই অনেক বেশি এগিয়ে দেয়। এছাড়া শিক্ষিত মা-বাবা শিশুকে অবিরাম শিখিয়ে চলে যা ভাষাসহ অন্য বিষয় শিক্ষায় খুবই প্রভাব বিস্তার করে। ভাষা শিখতে গেলে অনেক বই, পড়ার সামগ্রী দরকার হয় যাতে ভাষা দক্ষতার চর্চা হতে পারে।

ভাষা জীবন্ত বা সচল থাকে যদি তা ব্যবহারে থাকে। যে শিশু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে শ্রমবাজারে কর্মে প্রবেশ করবে, সে অব্যবহারের কারণে ইংরেজি ভাষা ৩ বছর পড়ুক বা ৫ বছর পড়ুক ধীরে ধীরে ভুলে যাবে এবং দু' চারটি শব্দ ছাড়া বয়স্ক জীবনে তার আর কোন ইংরেজি জ্ঞান বাকি থাকবে না। কারণ সে এ ভাষায় কথা বলে না, চিন্তা করে না, কোন কিছু এ ভাষায় তাকে পড়তে হয় না একমাত্র দর্জির ফিতার ইঞ্চি, ফুট ধরনের শব্দ ছাড়া।

কোন দেশে কোন বিদেশী ভাষা এক বা দু'বছরের বেশি পড়ানো হয় না। কারণ বিদেশী ভাষা শেখা হতে হবে উদ্দেশ্যমূলক- হয় উচ্চ শিক্ষা লাভ করার লক্ষ্যে, নতুবা ঐ ভাষাভাষী দেশে চাকরি করতে বা থাকতে ভারতে, যুক্তরাজ্যে, যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করতে চলে যায়। এর অর্থ- শিক্ষিতের সন্তানরা গুণগত শিক্ষা সারা বিশ্ব থেকে খুঁজে বের করে তাতেই শিক্ষিত হবে। সরকারের এদের জন্য ভাবতে হবে না, ভাবার কথাও নয়। সরকার জনসাধারণকে অর্থাৎ যারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সেবা গ্রহীতা, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে, বর্তমান জীবনের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, তাদের কি শেখা উচিত, তাই তাদের পাওয়ার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের প্রাপ্ত শিক্ষাটি গুণগতমানসম্পন্ন হতে হবে। সরকার রাষ্ট্র জাতির ভেতরে বৈষম্যমূলক কোন ব্যবস্থা চালু করবেন না এবং বৈষম্যমূলক শিক্ষাধারা যা প্রচলিত আছে সেগুলোর অভ্যন্তর থেকে বৈষম্য সৃষ্টিকারী উপাদান দূর করে সব শিশুদের জন্য সর্বজনীন অভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করবে- গণতান্ত্রিক ও কল্যাণকামী রাষ্ট্রে এটাই কাঙ্ক্ষিত।

বাংলা মাধ্যম স্কুলে ইংরেজি শেখা হয় না- এই ঢালাও মতটিও সঠিক নয়। বাংলা মাধ্যমে পড়ালেখা করে হাজার হাজার নারী-পুরুষ ডক্টরেট করে এসেছে, এখনও আসছে বিদেশ থেকে। এর কারণ এরা [illegible]। একটা পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে,

বহুকাল আগে শিশুকাল থেকে আরবি ভাষা শেখার দরকার নেই বা ফরাসি, জাপানি ভাষা শেখার দরকার নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মক্তব, মাদ্রাসায় এবং প্রাথমিক স্কুলে যে আরবি ভাষা শেখানো হয়, তা সঠিক ভাষা শিক্ষা নয়, কেননা না বুঝে শুধু পড়তে পারার দক্ষতা শিক্ষা নয়।

ইংরেজি ছাড়াও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বড় দুর্বলতা গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমানের অনুপস্থিতি। একটি জাতিকে এগিয়ে যেতে হলে তার শুধু ইংরেজি জানলে হবে না, তার উন্নত গবেষণা, তথ্য প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, উন্নতমানের পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রণয়ন করার দক্ষ পেশাজীবীদের গণিত ও বিজ্ঞানে ভালমানের শিক্ষা থাকা দরকার। বর্তমানে মাধ্যমিক স্কুলে গণিতের ও পদার্থবিদ্যা, রসায়নের ভাল শিক্ষকের তীব্র সংকট রয়েছে যার ফলাফল পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। কেননা মাধ্যমিক স্কুল পাস করা ছেলেমেয়েরাই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হয়। গণিত বাদ দিয়ে বায়োলজি নিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমানকে দুর্বল করার প্রবণতাও যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষক সঙ্কট প্রকট হওয়াতে যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে অনেক সংখ্যক গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষক রিক্রুট করার কথা ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক সঙ্কট দীর্ঘদিন থেকে থাকার ফলে আমাদের শিক্ষার গুণগতমান নিচুতে থেকে গেছে এবং ক্রমশঃ নিচু হচ্ছে। সুতরাং এরকম সুশিক্ষিত শিক্ষক সরবরাহ করা এ ব্যবস্থায় অসম্ভব।

বাংলা মাধ্যমের স্কুলে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু [illegible]